সীরাতুন নবী

সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[এক বসায় নবীজির সীরাত]

বই	সীরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সংকলক	যহীরুল ইসলাম
প্রকাশনায়	তাসনীফ পাবলিকেশন

সীরাতুন নবী

সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[এক বসায় নবীজির সীরাত]

সংকলক
যহীরুল ইসলাম
মুতাখাররিজ : দারুল উলুম দেওবন্দ
মুতাখাসসিস : নদওয়াতুল উলামা লখনৌ

তাসনীফ
পাবলিকেশন

সীরাতুন নবী

সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সংকলক
যহীরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২৬ঈ. । রবিউস সানী ১৪৪৮হি.

বানান সমন্বয়
তাসনীফ সম্পাদনা পরিষদ

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ
ডিজাইন হোম
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৮৩৯৯৮৪৪৫০

বইমেলা পরিবেশক
মাকতাবাতুল খিদমাহ

মূল্য
১৬০৳ [একশত ষাট] টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
তাসনীফ পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, ৪র্থ তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৬১৬৭৯০৮৪২

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার, ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

উৎসর্গ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
শাফায়াতের আশায়

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর নামে শুরু
যিনি সকলের প্রতি দয়াবান,
পরম দয়ালু।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ১৫
আরব জাতি ১৬
আরবের সামাজিক অবস্থা ১৭
আরব জাতির গুণাবলি ১৮
আরবে শাসন ব্যবস্থা ১৯
আল্লাহর হিকমত ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বপর্যন্ত ২০
নবীজির জন্মের পূর্বাপর আশ্চর্য ঘটনাবলি ২০
জন্মের সময় ও স্থান ২১
বংশ ২২
পিতার বংশধারা ২২
মায়ের বংশধারা ২৩
আকিকা ২৩
পিতার ইনতেকাল ২৩
দুধপান ও শৈশবকাল ২৩
প্রথম কথা ২৪
শাক্কে সদর বা বক্ষ বিদারণ ২৫
মায়ের ইনতেকাল ২৫

দাদার ইনতেকাল ২৫
সিরিয়ায় প্রথম সফর.. ২৬
সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর.. ২৬
ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ ২৬
নবীজির জীবনে হযরত খাদিজা রাযি. ২৭
কাবা নির্মাণ ও আল-আমিন স্বীকৃতি.. ২৭

তৃতীয় অধ্যায়

নবুওয়াত প্রাপ্তির থেকে মক্কিজীবন ২৮
ওহির পূর্বপ্রস্তুতি ২৮
নবুওয়াত লাভ ২৮
হেরা গুহায় প্রথম ওহি.. ২৯
ওয়ারাকা ইবন নাওফালের সাক্ষ্য ২৯
তাওহিদের ডাকে যারা প্রথম সাড়া দিয়েছেন ৩০
নবুওয়াতের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ ৩০
প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত.. ৩০
পুরো আরবের বিরোধিতা ও নবীজির দৃঢ়তা.. ৩১
নবুওয়াতের ৫ম বর্ষ.. ৩১
হাবশায় ১ম হিজরত ৩১
হাবশায় ২য় হিজরত.. ৩১
নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষ.. ৩২
নবুওয়াতের ৭ম বর্ষ.. ৩২
নবুওয়াতের ১০ম বর্ষ.. ৩৩
অঙ্গীকারনামা ছিন্ন ও বয়কটের সমাপ্তি.. ৩৩
খাদিজা রা.-এর মৃত্যু ৩৪
সওদার সাথে বিবাহ ৩৪
তায়েফে হিজরত ৩৪

জিনদের ইসলাম গ্রহণ ৩৫
নবুওয়াতের ১২শ বর্ষ ৩৫
মিরাজের ঘটনা ৩৫
নবুওয়াতের ১৩শ বর্ষ ৩৬
হিজরতের প্রেক্ষাপট ৩৭
হিজরত ৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

মাদানি জীবন ৩৮
মদিনায় প্রবেশ ও ১ম জুমা আদায় ৩৮
ইয়াসরিবের নাম পরিবর্তন ৩৯
নবী পরিবারের আগমন ৪০
নবীজির ঘর নির্মাণ ৪০
হিজরি সন গণনা ৪০
হিজরি ১ম বর্ষ ৪১
আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ৪১
মদিনার সনদ ৪২
জিহাদের বিধান ৪২
অভিযান ৪২
হিজরি ২য় বর্ষ ৪৩
হিজরি ৩য় বর্ষ ৪৪
হিজরি ৪র্থ বর্ষ ৪৫
হিজরি ৫ম বর্ষ ৪৬
হিজরি ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৭
হিজরি ৭ম বর্ষ ৫০
হিজরি ৮ম বর্ষ ৫২
হিজরি ৯ম বর্ষ ৫৪

হিজরি ১০ম বর্ষ ৫৬
হিজরি ১১শ বর্ষ ৫৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহবায়ব ৫৭
পরিত্যক্ত সম্পদ ৫৯

পঞ্চম অধ্যায়

পারিবারিক জীবন ৬০
উম্মুল মুমিনীনগণ ৬০
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তান ৬৪
পরিশিষ্ট ৬৬
রাসুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৬৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা সমূহ ৬৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারাদারগণ ৭১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেমগণ : ৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা : ৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতগণ : ৭৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অস্ত্র-শস্ত্র : ৭৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমীরগণ : ৭৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জ ও উমরা : ৭৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লেখকগণ : ৭৭
এক নজরে গাযওয়া ও সারিয়া ৭৯

কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে, ঘোর অমানিশায় হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে পাঠিয়েছেন মানবেতিহাসের সবচেয়ে সম্মানিত মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি মানবতার দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে। সাইয়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমলিন সিরাত-ই হলো আল্লাহ প্রদত্ত সিরাতে মুসতাকিম।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মক্কার রূঢ় বালুকাবেলা থেকে শুরু করে মদিনার ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই বিশ্বমানবের জন্য কেবল অতীতের কোনো ইতিহাস নয়, বরং তা কেয়ামত অবধি সকল বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের জীবন্ত জ্যোতির্ময় দীপশিখা।

রাসুলের জন্ম কেবল একটি জন্ম নয় বরং অন্ধকার যুগে ডুবে থাকা মানবসভ্যতার আলোকবর্তিকা। প্রিয় নবীজির জীবনই হলো– কুরআনের বাস্তব রূপ বা প্রতিচ্ছবি। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর ভাষায়–কানা খুলুকুহুল কুরআন : তাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন। তাঁকে না জানলে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে অনুধাবন বা বুঝা সম্ভব নয়। মুমিনের ঈমানের পূর্ণতা তখনই পাবে যখন রাসুলকে ভালোবাসবে। কারণ রাসুলপ্রেম ঈমানের অন্যতম প্রধান শর্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুন্দর সুখময় করতে হলেও সিরাতের বিকল্প নেই।

আজকের আধুনিক ব্যস্ত জীবনে আমরা যেন ক্রমাগত দৌড়াচ্ছি। অতি-ব্যস্ততম ও কর্মমুখর পথচলায় সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত কোনো সিরাত গ্রন্থের পাতা উল্টে নবীজির সুমহান জীবনের আলোকচিত্র দেখার সময় হয়তো অনেকের হয়ে ওঠে না। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আদর্শকে জানা, বোঝা এবং নিজ সত্তায় ধারণ করা

প্রতিটি মুমিনের আত্মিক তাগিদ। এই নিখিল নিখাদ আদর্শকে হৃদয়ে জমা করার তৃষ্ণা তো মুমিনের চিরায়ত।

সেই আত্মিক তাগিদ ও ভালোবাসার আকুলতা থেকেই সহজ ও সংক্ষেপে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য এক বসায় **'সীরাতুন** নবী'-গ্রন্থের পথচলা।

এ সিরাত গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য প্রিয় নবীর আসমানি সুরভিকে অতি সহজে প্রতিটি মুমিনের হৃদয়দ্বারে পৌঁছে দেয়া। এখানে জটিল ও দীর্ঘ ব্যাখ্যা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পথ এড়িয়ে প্রিয় নবীর জীবনে ঘটে যাওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি, তাঁর স্বভাবজাত মাধুর্য, অনন্য উসওয়াতুল হাসানাহ সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি কোনো বিশদ গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়; বরং নবীপ্রেমের এক আঁজলা সুরভিত সৌরভ, যা অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠককে মক্কার তাওহীদি সংগ্রাম থেকে মদিনার স্নিগ্ধ ও নূরানি আবহে নিয়ে যাবে।

নবুওয়াতি জীবনের প্রতিটি অধ্যায়—তাঁর শৈশবের আমানতদারিতা, নবুওয়াতের ভার বহন, তায়েফের ময়দানে রক্তক্ষরণ, মদিনায় সফল রাষ্ট্রপরিচালনা, বিজয়ীবেশে মক্কা প্রবেশের পরম ক্ষমাশীলতা—এ সবই এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের পাতায় পাতায় এক একটি পথনির্দেশক চিহ্ন হিসেবে কাজ করবে। যদিও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনার সাধ্য কারোর নেই। কারণ রাসুলের জীবন তো এক মহাসাগর।

তবুও আশা করি, কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও আমাদের এই খুদে প্রয়াসটি পাঠকের হৃদয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরম অনুরাগের স্পন্দন সৃষ্টি করবে এবং তাঁর সুন্নত অনুসরণের আকুলতাকে আরও গভীর করবে।

যদি এই সিরাতের পৃষ্ঠাগুলো কোনো পথহারা হৃদয়কে প্রিয় নবীর ভালোবাসায় সিক্ত করতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবনে নববী আলোর প্রতিফলন ঘটাতে সাহায্য করে, তবেই এর সকল প্রয়াস সার্থক হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা কবুল করুন এবং কেয়ামতের দিনে প্রিয় নবীর শাফায়াত নসিব করুন। আমিন।

গ্রন্থটি প্রকাশের মুহূর্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বাবা-মা ও কর্মস্থলের সহকর্মীদের, বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শরীকে হায়াত জীবনসঙ্গিনীর কথা। যার সহযোগিতা ও উৎসাহদানে জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে। কলম কালির সাথে সময় দেয়ার সুযোগ হয় বটে। আল্লাহ তাআলা তার মনের সব নেক তামান্না পূর্ণ করে দিন, আমীন।

আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ প্রিয় ভাই মাওলানা শাহাদাত হোসাইনের প্রতি। এ গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর অবদান অসামান্য। বন্ধুবর ভ্রাতৃপ্রতিম সীরাত গবেষক লেখক মাওলানা মামুনুর রশিদ নদভী একবার দেখে দিয়েছেন। এ গ্রন্থ রচনায় যেসব লেখকদের গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।[১]

এ গ্রন্থ যেন শেষ বিচারের কঠিন দিনে আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা হয় এই আমার চরম পাওয়া। আমরা সকলের কাছে দুআ চাই!

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

দুআর কাঙাল
যহীরুল ইসলাম
জামিয়া রব্বানিয়া নুরুল উলূম মিরপুর, ঢাকা
১৬-৩-১৪৪৭
রবিবার

১. বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি : খোলাসাতু সিয়ারি সায়্যিদিল বাশার, সিরাতে ইবনে হিশাম, রহিকুল মাখতুম, নবিয়ে রহমত, সিরাতে মোস্তফা, আল-খোলাসাতুল বাহিয়্যাহ ফী তারতিবি আহদাসিস সিরাতিন নববিয়্যাহ। শেষোক্ত গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে বেশি। কলেবর ছোট রাখার জন্য তথ্যসূত্রের তালিকা দেয়া হয়নি। উল্লেখিত-অনুল্লেখিত সকল সিরাত গ্রন্থকারকে আল্লাহ তাআলা নবীজির শাফাআত পাবার তাওফিক দান করুক, আমীন।

صلى الله عليه وسلم

প্রথম অধ্যায়

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান

প্রতিটি যুগে মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবী ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে পাঠানোর জন্য বেছে নেয়া হয়েছে আরব ভূমি। তাই এ ভূখণ্ডের যৎসামান্য ধারণা দেয়া হলো-

‘আরব’ শব্দটি বালুকাময় উষর-ধূসর মরুভূমি বা লতাগুল্ম তৃণ-শষ্যহীন অঞ্চল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সিনাই দ্বীপ, পূর্বে আরব উপসাগর ও দক্ষিণ ইরাকের এক বড় অংশ এবং দক্ষিণে আরব সাগর যা ভারত মহা সাগরের বিস্তৃত অংশ, উত্তরে সিরিয়া এবং উত্তর ইরাকের কিছু অংশ। উল্লেখিত সীমান্ত নির্ধারণে কিছুটা মতভিন্নতা রয়েছে। আয়তন আনুমানিক ১০ লক্ষ থেকে ১৩ লক্ষ বর্গ মাইল।

ভৌগোলিকভাবে আরব তিন মহাদেশ–এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বিশেষত মক্কা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে। তাই ভৌগোলিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়া অনেকটা সহজ ছিল।

স্থলপথ : ইরাক হয়ে ইরান, তুর্কিস্তান, খোরাসান, কাবুল ও ভারতবর্ষে পৌঁছানো যেত। সিরিয়া হয়ে মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো ও স্পেন পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল।

জলপথ : আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা ও চীন পর্যন্ত সুগম পথ বিদ্যমান ছিল।

এ ছাড়া তৎকালীন দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যেও পরস্পর দ্বন্ধ চলছিল। আরব এ দুই পরাশক্তির মাঝামাঝিতে কৌশলগত অবস্থানে। তাই দ্বীনের মাধ্যমে বিশ্বকে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করা সহজ ছিল।

আরব জাতি

জন্মসূত্রের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদগণ আরব জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

১. **আরবে বাঈদা** : এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সম্প্রদায়। পৃথিবী থেকে একবারেই নির্মূল হয়ে গেছে। এদের সম্পর্কিত বিশদ নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যেমন, আদ, সামুদ, তাসম, জাদীস, ইমলাক, উমাইম, জুরহুম, হাযুর, ওয়াবার, আবীল, জাসিম, হাযারামাওত ইত্যাদি।

২. **আরবে আরিবা** : যারা ইয়াশযুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতানের বংশোদ্ভূত। এদেরকে কাহতানি আরব বলা হয়।

৩. **আরবে মুস্তারিবা** : যারা ইসমাঈল আ.-এর বংশধারার। এদেরকে আদনানী বলা হয়।

আরবে আরিবা অর্থাৎ কাহতানী আরবদের মূল বসবাস ছিল ইয়ামান। সাবা বিন ইয়াশযুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতান এর বংশধর থেকে বহু শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়। পরবর্তীতে বেশ প্রসিদ্ধ হয় কেবল দু'গোত্রই : (ক) হিময়ার বিন সাবা (খ) কাহলান বিন সাবা। বনী সাবা-র আরো এগারটি বা চৌদ্দটি গোত্র ছিল যাদেরকে সাবিউন বলা হতো। সাবা ব্যতীত তাদের আর কোনো গোত্রের অস্তিত্ব নেই।

(ক) হিময়ারের এর প্রসিদ্ধ শাখাগুলো হলো-

১. **খুযাআ** : এর প্রশাখাসমূহ হল : বাহরা, বালী, আলকায়ন, কালব, উযরা ও ওয়াবারা।

২. **সাকাসিক** : তারা হলেন যায়দ বিন ওয়ায়িলা বিন হিমইয়ার এর বংশধর। যায়দ এর উপাধি হল সাকাসিক। তারা বনী কাহলানের সাকাসিক কিন্দাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।